এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জুলাই ২০১০

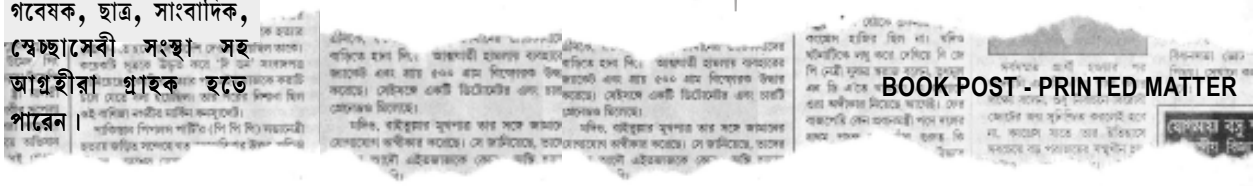

BOOK POST - PRINTED MATTER

বিষদরিয়া

১৬/১৭৪

মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রায় হাজারখানেক স্পার্ম তিমি পরীক্ষা করে এই তিমির দেহে অতি মাত্রায় বিষ বস্তু ও ভারী ধাতু পেয়েছেন। এই গবেষণা প্রমাণ করে মানুষেরই কৃতকর্মের ফলে সাগরের জল বিষিয়ে যাচ্ছে। ফলে শুধু সামুদ্রিক জীবজগৎই নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা সমুদ্র থেকে আহরিত সামগ্রীতে তৈরি খাবার খায়, তাদেরও স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা। পাঁচ বছর ধরে একলক্ষ চল্লিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সাগর-মহাসাগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিজ্ঞানীরা স্পার্ম হোয়েলের নমুনা সংগ্রহ করেন। এই তিমির দেহকোষ বিশ্লেষণ করে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন সাগরের কোনায় কোনায় দূষণ ছড়িয়েছে। তিমির দেহে মিলেছে উচ্চমাত্রায় ক্যাডমিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম, দস্তা, রুপো, পারদ, সীসা ও টাইটেনিয়াম। তার মধ্যে পারদের মাত্রা নিরাপদ সীমার বহুগুণ বেশি।

ডিম্বাকার

১৬/১৭৫

ডিমে স্থূলতা কমছে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, দৈনিক একটা ডিম খেলে স্থূলতার হাত থেকে রেহাই মিলতে পারে। তাঁদের দাবি ভিটামিন-ডি, ভিটামিন বি-১২, সেলেনিয়াম ও কোলাইনে সমৃদ্ধ ডিম ডায়েটিং ও ওজন কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কী যে হচ্ছে ?

১৬/১৭৬

গত বছর আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে ভারী তুষারপাত ও কম তাপমাত্রার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা মেরুপ্রদেশে বরফের পরিমাণ কমে যাওয়াকে দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে, জলবায়ুর পরিবর্তন সমগ্র মেরু অঞ্চলকে উষ্ণ করে তুলেছে। যার ফলে ২৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রের উপরের বরফ- স্তর গলে গেছে। আবার এর প্রভাবেই ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার কিছু অংশ তুলনায় আরও ঠান্ডা হয়েছে এবং ভারী তুষারপাতের কবলে পড়েছে। মেরুপ্রদেশের এত দ্রুত গরম হওয়া বিজ্ঞানীদের অবাক করেছে, দেখা গেছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যে হারে বাড়ছে তার তুলনায় মেরুপ্রদেশ দু-তিন গুণ দ্রুত হারে গরম হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মেরুপ্রদেশের এই বদল পৃথিবীর পক্ষে এক বিরাট বদল।

পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে মেরুসাগরের বরফ ঢাকা অঞ্চল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মেরুসাগরে জাহাজ চলাচলের জন্য আইসব্রেকারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বরফের স্তর ক্রমশ পাতলা হতে থাকায় বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, আর তিন-চার বছর পর ওখানে বরফ কেটে এগিয়ে যেতে আইসব্রেকারের প্রয়োজন হবে না। মেরুসাগরের বরফ ক্রান্তীয় অরণ্যের মতো। ক্রান্তীয় অরণ্য কেটে ফেললে যেমন গোটা খাদ্যজাল বিপন্ন হয়ে পড়বে, তেমনই মেরুসাগরের বরফ গললে সমগ্র পৃথিবীর জলবায়ুটাই ভীষণভাবে বদলে যাবে।

চাষ এবং বাস

১৬/১৭৭

রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন বলছে, পরিবেশ বাঁচাতে বিশ্ব কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের সঙ্গে খনিজ তেলের ব্যবহারও কমাতে হবে। খাদ্যোৎপাদন এবং খনিজ তেলের ব্যবহার দূষণ ঘটাচ্ছে। সৃষ্টি করছে গ্রিনহাউস গ্যাস ও নানান অসুখবিসুখ। ধ্বংস হচ্ছে বনের পর বন। এই গবেষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল ফর সাসটেনেবল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট।

গবেষণায় বলা হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়ন নির্ভর করবে মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও তেলের ব্যবহারের উপর। কৃষির জন্য প্রয়োজন হয় পৃথিবীর মোট টাটকা জলের ৭০ শতাংশ, কৃষি অধিকার করে আছে মোট স্থলভূমির ৩৮ শতাংশ, আর পৃথিবীতে সৃষ্টি হওয়া গ্রিনহাউস গ্যাসের শতকরা ১৪ ভাগ আসে কৃষি থেকে। প্রতিবেদনে প্রাণীজ পণ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কারণ পৃথিবীতে মোট কৃষি উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি প্রাণীখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যাভ্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারলে অর্থাৎ প্রাণীজ খাদ্য যতদূর সম্ভব কম খেলে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার কাজ কিছুটা সহজ হবে। বিকাশশীল দেশগুলিতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যত বাড়ছে, পরিবেশের উপর চাপও পড়ছে সেই হারে। যেমন চিনের মানুষের মাংস খাওয়ার পরিমাণ ১৯৯৫ থেকে ২০০৩ মাত্র আট বছরে ৪২ শতাংশ বেড়েছে। ফলে চিনে কৃষিজমির প্রয়োজনে ধ্বংস হচ্ছে আরও অরণ্য।

সোনায় সোহাগা

১৬/১৭৮

তামিলনাড়ুর নমক্কল জেলার গোন্দামপালায়ম গ্রামে মুরগির বিষ্ঠা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। তৈরি করছে শুভশ্রী বায়ো এনার্জি। বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে বিদ্যুৎ তৈরির সময় প্রচুর গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মেশে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই। প্লান্টটির উৎপাদন ক্ষমতা ঘণ্টায় ৩.৭৫ মেগাওয়াট। উৎপাদনের পর উপজাত সার হিসেবে বিক্রি করা হয়। সারে থাকে এনপিকে বা নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম। নমক্কল পোল্ট্রি হাবের জন্য বিখ্যাত। জেলার পোল্ট্রিগুলিতে মুরগির সংখ্যা সাড়ে তিনকোটি। একটি মুরগি থেকে দৈনিক পঞ্চাশ গ্রামের মতো বিষ্ঠা পাওয়া যায়। মানে দাঁড়ায় এই জেলাটিতেই প্রতিদিন ১৬০০ টন বিষ্ঠা পাওয়া যেতে পারে। এই বিষ্ঠা ব্যবহার করে ঘণ্টায় ১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব। এইসঙ্গে উপজাত হিসেবে পাওয়া যাবে ৮০০ টনের মতো ঝুরো সার আর ১০ হাজার লিটারের মতো সার তরল অবস্থায়। সারা ভারতে দৈনিক ৬০০০ টন মুরগির বিষ্ঠা পাওয়া যায়। এই বিষ্ঠা কাজে লাগিয়ে ঘণ্টা প্রতি ৬০ মেগাওয়াট অব্দি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

৭ নং

১৬/১৭৯

পরিবেশ দূষণ ঘটনার নিরিখে যে দশটি দেশ সব দেশকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ভারত তাদের মধ্যে সপ্তম। সব থেকে দূষণ সৃষ্টিকারী দেশ হিসেবে ব্রাজিল রয়েছে সবার আগে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমেরিকা এবং তৃতীয় স্থানে চিন। ক্রমানুযায়ী তালিকাটি এইরকম ব্রাজিল, আমেরিকা, চিন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মেক্সিকো, ভারত, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও পেরু। কোন্ দেশ কতটা দূষণ ঘটাচ্ছে তার পরিমাপ করতে গিয়ে কতগুলি বিষয়কে বেছে নেওয়া হয়েছিল যেমন-রাসায়নিক সারের ব্যবহার, বনভূমি নষ্টের পরিমাণ, প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক আবাস সংরক্ষণ, মাছসহ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী শিকার, জলদূষণ, কার্বন নিঃসরণ, প্রজাতির অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি। তালিকাটি তৈরি করেছে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক কোরে ব্র্যাডশর নেতৃত্বে একদল গবেষক।

ব্র্যাডশ বলেছেন যে যত ধনী, গড়ে পরিবেশের ক্ষতিও সে-ই সব থেকে বেশি করে। পৃথিবীর সব দেশেরই আর্থিক বিকাশের মূলমন্ত্র এক, যা আছে সব কুক্ষিগত করে ভোগ করো এবং শেষ করো-এমনটাই অভিযোগ অধ্যাপক ব্র্যাডশয়ের। ব্র্যাডশ কেপ ভার্দে, নাইজেরিয়া বা গ্রেনাডার মতো দেশের উদাহরণও দিয়েছেন, বলেছেন দেশগুলোয় বহু মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করলেও, ভালোভাবে বেঁচে আছে এবং সেই ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য তাদের বনভূমি ধ্বংস করার প্রয়োজন হয়নি।

কালো সোনা ?

১৬/১৮০

রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ায় কয়লা থেকে বিপদ। সেন্ট্রাল ইনস্টিটিটিউট অফ মাইনিং অ্যান্ড ফুয়েল রিসার্চের বিজ্ঞানীরা লক্ষ করছেন কয়লার জন্যই এই অঞ্চলের বাসিন্দারা উচ্চ রক্তচাপ, পেটের গণ্ডগোল, বাত, হাঁপানি ও একজিমাতে ভোগে। এছাড়া দৈহিক দুর্বলতা, দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও শরীরের ব্যথা তো আছেই। কয়লাখনি অঞ্চলে মাটির দূষণ স্বাস্থ্যের ওপর কতখানি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার পরিমাপ করতে, সিএসআইআর-এর তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরাও একটি গবেষণা চালান। তাঁদের গবেষণায় ওই খনি অঞ্চলের মাটিতে ক্রোমিয়াম ও নিকেল পাওয়া গেছে। ধাতুগুলিতে ফুসফুস, পৌষ্টিকনালী ও নাকে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কয়লা থেকে দূষণ ছড়ানোর জন্য খোলা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন ও খোলা জায়গায় কয়লা পোড়ানোকেই মূলত দায়ী করা হয়েছে। এছাড়া কোল আভেনের জন্য ধোঁয়া থেকেও সংলগ্ন এলাকার মাটি দূষিত হচ্ছে। স্থানীয় মানুষ নানান রোগের শিকারও হচ্ছে বলে গবেষণায় দাবি করা হয়েছে।

অশ্রুজলে ওপার বাংলা

১৬/১৮১

বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষ আর্সেনিক মিশ্রিত জল পান করে। এই ১৫ কোটির পাঁচজনে একজন এর ফলে মারাও যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ঘটনাকে সভ্যতার ইতিহাসের সব থেকে বড় 'গণ বিষক্রিয়া' বলে অ্যাখ্যা দিয়েছে। এই 'গণ বিষক্রিয়া' ঠেকানো যাচ্ছে না, কারণ প্রতিদিনই অসংখ্য নলকূপ বসছে জলের বিষ যাচাই না করেই। মার্কিন আর্সেনিক ফাউন্ডেশনের সভাপতি তথা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক রিচার্ড উইলসন বলছেন, আর্সেনিক ভয়াবহতার মাত্রা চের্নোবিল তেজস্ক্রিয়তার বিপদের তুলনায় পঞ্চাশ গুণ বেশি। তিনি আরও বলেছেন, যতখানি গুরুত্ব চের্নোবিলের ঘটনাকে দেওয়া হয়েছিল, আর্সেনিক সমস্যা তার ছিটেফোঁটাও পায়নি।

নাচ ময়ূরী নাচ রে

১৬/১৮২

জাতীয় পাখি ময়ূর সংকটে। মাংস ও পালকের জন্য চোরাশিকার ভারতে ময়ূরের সংখ্যা কমিয়ে আনছে। ১৯৭২-এর বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন বলবৎ হওয়ার পরও এমন ঘটনা ঘটছে। 'জাতীয় পাখি' ঘোষণার ৫০ বছর পর এবারই, পরিবেশ ও বনমন্ত্রক ময়ূর পালকের কেনাবেচা, ময়ূর শিকার ইত্যাদি নিষিদ্ধ করার জন্য আইন আনতে চলেছে।

অয়েল পাম-র

১৬/১৮৩

অয়েল পাম চাষ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে অত্যন্ত লোভনীয় হয়ে উঠেছে। রান্নার তেল, আইসক্রিম, চকোলেট, ডিটারজেন্ট, সাবান ও প্রসাধনী তৈরিতে পাম অয়েল লাগে। বিশ্বের পাম অয়েল চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। এই চাহিদা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। অনুমান ২০০০ সালের তুলনায় ২০৩০ সালে এই চাহিদা দ্বিগুণ হবে। বিশ্বজুড়ে পাম অয়েলের এই চাহিদা মেটাতে নিকেশ হতে বসেছে দুই দেশের অরণ্য।

বিশ্বে ইন্দোনেশিয়ার জীব বৈচিত্রের নিরিখে স্থান দ্বিতীয়। সেই বৈচিত্র এখন সংকটে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস জানিয়েছে, এর ফলে ওদেশের ১৪০টি স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্তিত্ব সংশয়ে। এদের মধ্যে ওরাং ওটাং, সুমাত্রার বাঘ ও সুমাত্রার গণ্ডারসহ ১৫টি প্রাণী নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা। এছাড়া এভাবে জঙ্গলনাশের ফলে জলবায়ু বদল প্রশমন এর আন্দোলনও ধাক্কা খেয়েছে।

আমেরিকাতেও ?

১৬/১৮৪

আমেরিকায় জিএম গাছের জঙ্গল হবে। জিএম গাছ মানে জিন রূপান্তরিত গাছ। এই গাছ এখানে ইউক্যালিপটাস। ঠিক হয়েছে এই গাছ লাগানো হবে ওদেশের সাতটি রাজ্যে। লাগাতে চাইছে মার্কিন তিন দশাসই কাগজ কোম্পানি। জঙ্গল করার দায়িত্ব আরবার জেন নামে এক বায়োটেক সংস্থার। এর জন্য সরকারি দফতরের অনুমতিও মিলেছে। ২৫০,০০০-এর মতো গাছ পরীক্ষামূলকভাবে লাগানো হবে। বাছা হয়েছে ২৯টি জমি, যার সব মিলে আয়তন ৩০০ একর। বাছাই করা রাজ্যগুলির নাম ফ্লোরিডা, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, আলাবামা, মিসিসিপি, জর্জিয়া ও লুইজিয়ানা। পাশাপাশি এই নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে। প্রতিবাদের ফুলকি ছিটকে পড়ছে এদিক-ওদিক। উদ্যোগীরা বলছে, এই বন হলে অল্প জমিতে বেশি গাছ হবে, বনভূমির লালন হবে। প্রতিবাদীরা বলছে, সরকার অনুমতি ও ভরসা দিলেও প্রকৃতি-পরিবেশ কতটা বিপন্ন হবে, আগে থেকে বলা যাবে না। চাপান উতোর এখন জারি জোর কদমে। টেরা গ্রিন এসব জানাচ্ছে।

ফাঙ্গি ফান

১৬/১৮৪

ইংল্যান্ডে ছত্রাক আলুর রোগপোকা মারছে। আগে এই ওয়্যারওয়ার্মকে মারতে কীটনাশক লাগত। ওদেশের সোয়ানসি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অফ ইনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোসাইটির অধ্যাপক মিনশিদ আলি আনসারি ও তারিক বাট-এর গবেষণা এসব বলছে। কেবল আলুর ক্ষেত্রেই নয় এই ছত্রাকে নাশ হবে অন্য শস্যের পোকাও। এসব জানাচ্ছে ৩ মার্চ ২০১০ এর ইকোলজিস্ট।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

ওল্ড ড্রিংকস ১৬/১৮৫

নরম পানীয়ের সঙ্গে অকাল বার্ধক্যের যোগ। ফেডারেশন অফ আমেরিকান সোসাইটিজ ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজির এক গবেষণায় এসব বলছে। এই গবেষণায় বলা হয়েছে সোডা ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে থাকা উচ্চমাত্রার ফসফেট এই বার্ধক্যের সূচনা করে। ঝাঁঝ তৈরির জন্য নরম পানীয়ে ফসফেট মেশানো হয়। আবার ভালোভাবে সংরক্ষণের জন্যও কেক, জমানো পিজা, বিস্কুট ও কুকিজে ফসফেট থাকে। শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের নির্দিষ্ট অনুপাত ২:১। সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের ভারসমতা জরুরি। ইউ এস ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ফসফেট গ্রহণের সর্বোচ্চ মাত্রা ধার্য করেছে দৈনিক ৭০০ মিলিগ্রাম।

অকালপক্ক ১৬/১৮৬

জয়পুরে সরকারি ভেজাল বিরোধী অভিযান সুফল পেল। এখানকার মুহানা বাজারে সরকারি কর্মীরা হানা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করেছে ১০০ কেজি ক্যালসিয়াম কার্বাইড। এই কার্বাইড কাঁচা ফলকে তাড়াতাড়ি পাকিয়ে নিতে ব্যবহার করা হয়। এই কার্বাইড শরীরে ক্যান্সারের কারণ। কেবল কার্বাইড-ই বাজেয়াপ্ত হয়নি, এলাকার বাতাসও পরখ করা হয়েছে। বাতাসে পাওয়া গেছে দূষিত অ্যাসটিলিন। মুহানা জয়পুরের সবচেয়ে বড় ফল রফতানি বাজার। তদন্তকারী দলের সঙ্গে খাবার ও পরিবেশ পরখ করার ভ্রাম্যমাণ ব্যবস্থাও ছিল। দোষী ব্যক্তির ৬ মাস অব্দি হাজতবাসের সম্ভাবনা আছে। খবর দিচ্ছে জুলাই-এর টিআইএনএন।

ভে জাল ১৬/১৮৭

দেশের ভেজাল তদারকি আইনের খোলনলচে বদল। এমনই বলছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী গোলাম নবী আজাদ। এই আইন এবার কার্যকারী করতে নেওয়া হবে জোরদার পদক্ষেপ। আইনের ১০১টি ধারার ৪৩টির ইতিমধ্যেই সংশোধন হয়েছে। ভেজাল তদারকি বিভাগের প্রশাসনিক রদবদলও হয়েছে। কর্মীদের অবস্থানও বদলেছে। ভেজাল ধরা পড়লে ১ লাখ থেকে ১০ লাখ অব্দি জরিমানাও হবে। তামাম নাগরিকের স্বাস্থ্য ও সুখকে নিশ্চিত করতেই নাকি এই উদ্যম।

কানপুরেও ১৬/১৮৮

খাবারে ভেজাল দেওয়ার জন্য গ্রেফতার হল ৪২জন। এই ঘটনা কানপুরের। ভেজাল বিরোধী অভিযানে কানপুরে বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল ৫৪৭টি খাবারের নমুনা। তার মধ্যে পরখ করা হয় ৯২টি। ওই ৯২টিতেই ভেজাল ধরা পড়ে। আইন মোতাবেক অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে দফতর। খবর দিচ্ছে পিটিআই।

প্রকাশিত হয়েছে

যাই-ই কাজ করিনা কেন - কিছু কিছু জিনিস আমাদের জানতেই হবে। মাপ জোক করা, হিসেব রাখা, সুবিধা-অসুবিধা লিখে রাখা, দরখাস্ত করা—এই সব। এই বইয়ে চট করে এই সাধারণ জিনিসগুলো শিখে নেওয়ার নানা পদ্ধতি দেওয়া আছে। চাইলে নিজে নিজেই শিখে নেওয়া যায়।

মূল্য : ২৫ টাকা

যোগাযোগ | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮ এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ :** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু